বাংলার খেলা

আগস্ট ২০১৪

WBSCS

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের উদ্যোগে পে অ্যান্ড প্লে প্রকল্পের উদ্বোধন

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের দ্রুত বাস্তবায়ন চাই : ক্রীড়ামন্ত্রী

শহরে, গ্রামে গঞ্জের মাঠে যে কোন ক্রীড়াঙ্গণে , প্র্যাকটিসে কিংবা টুর্নামেন্টে হঠাৎ যদি দেখেন কোন অপিরিচিত মানুষ ভিডিও ক্যামেরায় তাক করে কোন খেলোয়াড়ের ক্রীড়াশৈলি ক্যামেরাবন্দী করছে তাহলে বিচলিত হবেন না। যদি কোন দু:স্থ খেলোয়াড় অর্থের অভাবে মাঠে পৌঁছতে পারছে না কিংবা স্কুল ছুট হয়ে গেছে ,তার কাছে আচমকা যদি সেই অর্থ পৌঁছ যায় অবাক হবেন না। রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের মাধ্যমে আপনাদের কাছে এভাবেই পৌঁছে যাবে আমাদের প্রতিনিধি। নিশ্চিত ভাবে জানবেন আপনি যদি ক্রীড়াবিদ হন রাজ্য সরকার আপনার দিকে নজর রাখবে। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের উদ্যোগে পে অ্যান্ড প্লে প্রকল্পের উদ্বোধন করতে এসে একথা জানালেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র। বাংলার ক্রীড়াঙ্গণকে আরো শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকার যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছে তার অভিনবত্ব ও আধুনিকতার নিদর্শণ স্বরূপ বেশকিছু পরিকল্পনার আভাস পাওয়া গেলো তাঁর কাছ থেকে। প্রকল্পের শুভসূচনা অনুষ্ঠাণে ক্রীড়ামন্ত্রী সর্বস্তরের মানুষকে ক্রীড়ামুখী হওয়ার আবেদন জানান। তিনি বলেন -আমাদের এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে এ রাজ্যের যে কোন অঞ্চলে কিংবা আনাচে কানাচে কান পাতলেই মনে হয় গোটা বাংলাটাই একটা ক্রীড়াক্ষেত্র। সবাইকে খেলোয়াড় হতেই হবে এমন মানে নেই। কিন্তু খেলার চর্চাটা আমরা সবাই করতে পারি। মন্ত্রী আরো বলেন- রাজ্য সরকার সর্বত ভাবে সাহায্য করবে। সমান ভাবে সহযোগিতা চাই আপনাদের সবার। ক্রীড়ামন্ত্রী আরো বলেন - টাকার জন্য আমাদের স্টেডিয়াম ভাড়া দিতে হয় । কিন্তু এখন থেকে খেলার জন্য ক্ষুদিরাম কিংবা নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম ব্যাবহারের ক্ষেত্রে প্রাধাণ্য পাবে সংগঠকরা। খেলার জন্য আর্থিক ছাড়ের কথাও ঘোষণা করেছেন ক্রীড়ামন্ত্রী। তিনি জানান এখন থেকে ক্ষুদিরাম কিংবা নেতাজীতে টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি কিংবা টুর্নামেন্ট সংগঠিত করতে চাইলে সংগঠকরা সরাসরি বিশেষ ছাড় পাবেন। এর জন্য কোন রকম আবেদন কিংবা অনুমতির প্রয়োজন হবে না।ক্ষুদিরামের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের জন্য ৩০ শতাংশ বিশেষ ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে সরাসরি। ক্ষুদিরামে প্র্যাকটিস বা খেলা থাকলে অন্য কোন বুকিং নেওয়া যাবে না। রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের সচিব রাজেশ পান্ডেকে শীর্ষপদে রেখে একটি কোর কমিটি গঠন করছেন ক্রীড়ামন্ত্রী। পদ্মশ্রী চুনী গোস্বামী , বেঙ্গল ওলিম্পিক সংস্থার সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায় ছাড়াও সাংসদ প্রসুন বন্দোপাধ্যায় ও বাইচুঙ ভূটিয়াকে এই কমিটিতে নেওয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলেন ইতিমধ্যেই কয়েকহাজার প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে নিয়ে সিডি তৈরি করা হয়েছে। এই খেলোয়াড়রা হয়তো জাতীয় বা আর্ন্তজাতিক স্তরে প্রতিনিধিত্ব করেনি। সুযোগের অভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি নিজেদের। কিন্তু একটু সাহায্য করলেই এরা পৌঁছে যেতে পারে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। এই কমিটির কাজ হবে এদের মূল্যায়ন করে সঠিক পথ দেখানো। যার যা প্রয়োজন তাকে তা দিয়ে এদের উৎসাহিত করতে। খেলোয়াড়দের নিজের নিজের ক্ষেত্রের প্রশিক্ষকরা কোর কমিটিকে জানাবে কোন খেলোয়াড়ের বুট দরকার, কার জার্সি নেই, স্কুলে মায়না দিতে পারছে না কে , যাতায়াতের টাকার অভাব কে প্র্যাকটিসে আসতে পারছে না ইত্যাদি। কোর কমিটি তাদের প্রস্তাব বিবেচনা করে সমস্ত সমস্যা মিটিয়ে তাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের একটি ঘর খেলোয়াড়দের ফিটনসের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের তত্বাবধানে এই ঘরে রাখা হয়েছে আকু -থেরাপির অত্যাধুনিক ফিটনেস সরঞ্জাম। চল্লিশ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলার স্টেডিয়ামের জন্য রাজ্য সরকার খরচ করেছে।যুবভারতী স্টেডিয়ামকে ঢেলে সাজানোর নির্দেশ দিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী। জানিয়েছেন অ্যাথলেটিক্স, কবাডি, জিমন্যাস্টিক্স সহ বিভিন্ন খেলার সাজ-সরঞ্জাম কেনার জন্য শুধু ট্র্যান্সপোর্টের ভাড়া নিয়ে তাদের তা সরবরাহ করতে। স্কুল গেমসে খেলা দেখতে গিয়ে খেলোয়াড়

ক্ষুদে শিক্ষার্থীর হাতে প্রথম পরিচয় পত্রটি তুলে দিচ্ছেন মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র।

দের দুর্দশা দেখে বিচলিত ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন- ওদের জুতো নেই, ম্যাট নেই। আঘাত পাচ্ছে। তার মধ্যে খেলে যাচ্ছে। একজনের হাত দুটুকরো হয়ে গেছে। মন্ত্রী নিজে উদ্যোগ নিয়ে পিজি হাসপাতালে খেলোয়াড়টিকে ভর্তি করান। বাংলার কবাডির উন্নতির কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন চলতি বছরে ১২ জন কবাডি খেলোয়াড়ের চাকরি হয়েছে। ২৫০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে কবাডিতে। বিদেশে ট্রেনিং নিতে যাচ্ছে কবাডি খেলোয়াড়রা।আগামী দিনে কবাডি থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা করতে পারবে কবাডির খেলোয়াড়রা। সে সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। সল্টলেকে পূর্বাঞ্চলীয় সাই কেন্দ্রে গিয়েছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী। তিনি বলেন এত সুন্দর ব্যবস্থা থাকতে এ রাজ্যের ছেলেমেয়েরা কেন প্র্যাকটিস করার সুযোগ এখানে পাবে না তা জানতে দিল্লিকে আমি চিঠি লিখবো। কেন মাম্পিকে পাতিয়ালা , দিল্লিতে গিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে ? সেটা আমাদের দেখতে হবে। বক্তব্য রাখার আগে ক্রীড়ামন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘোষণা করেন।জানান এখন থেকে আন্তর্জাতিক কোন প্রতিযোগিতায় বাংলার কোন খেলোয়াড় চ্যাম্পিয়ন হলে তাকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সেই টুর্নামেন্ট মানি দিয়ে দেওয়া হবে। মন্ত্রী ঘোষণা করেন কমনোয়েলথ গেমসে সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জ জয়ী বাংলার খেলোয়াড়দের দেওয়া হবে যথাক্রমে পাঁচ, তিন ও দু লক্ষ টাকা করে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় শ্যুটিং এ সোনা জেতার জন্য মঞ্চেই মাম্পি দাসের হাতে এক লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন ক্রীড়া মন্ত্রী।বেঙ্গল ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায় ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে সাহায্য চাইলে মন্ত্রী মঞ্চেই ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষনা করেন। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশ উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ কোন টাকা যেন পড়ে না থাকে। সেই নির্দেশ মত ক্রীড়া দপ্তর তার বরাদ্দ অর্থের অর্ধেকটাই ইতিমধ্যে ক্রীড়া উন্নয়ন ও সংস্কারের কাজে ব্যয় করতে সমর্থ হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া নিয়ে এ রাজ্যে যে স্বপ্ন দখেন তার দ্রুত বাস্তবায়ন আমরা চাই । বিভিন্ন জেলার স্টেডিয়ামের জন্য খরচ করা হয়েছ চার কোটি টাকা। খুব শীঘ্রই ১০ টি ক্রীড়া সংস্থাকে ঘর দেওয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী। একই সঙ্গে কোচ ও সংগঠকদের কাছে তার আবেদন - মন্ত্রী হিসাবে নয় একজন সঙ্গী হিসাবে আপনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

August 2014

বাংলার খেলা

সম্পাদকীয়

বাংলার খেলা পত্রিকার আবার আত্মপ্রকাশ ঘটলো। কিছুটা নতুন আঙ্গিকে। এ রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে যে জোয়ার ক্রীড়ামন্ত্রী এনেছেন তার বিস্তারিত সংবাদ পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে এ পত্রিকা সাধ্যমত চেস্টা করবে। বিশ্বকাপ কিংবা কমনওয়েলথ গেমসর খুঁটিনাটি সমস্ত খবর আমরা জানি। কিন্তু এ রাজ্যেই সরকারী উদ্যোগে প্রথম আবাসিক ফুটবল অ্যাকাডেমির খবর আমরা কজন সেভাবে রাখছি ? হাজার হাজার ক্লাব প্রতি বছর ক্রীড়ার জন্য অর্থ সাহায্য পাচ্ছে। যার ফলে জেলায় জেলায় ক্রীড়া চিত্রটার আমূল পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। বিস্তৃতি ঘটছে ক্রীড়া ক্ষেত্রটির। এ পত্রিকায় সেই মানচিত্রটি তুলে ধরার চেস্টা হবে। একই সঙ্গে রাজ্য ক্রীড়া দপ্তর প্রতিভাবানদের তুলে আনার যে প্রক্রিয়া শুরু করেছে তারও সন্ধান দেবে এই পত্রিকা। আপনাদের মূল্যবান মতামত এখন এই পত্রিকার প্রথম এবং প্রধান পাথেয়।

সামনেই ১৬ ই আগস্ট। দিনটা বাংলার ফুটবলপ্রেমী কোন মানুষই ভুলতে পারবেন না। কারণ ১৯৮০ সালের এই দিনটিতেই ইডেন গার্ডেন- এ ১৬ জন তরুণ ফুটবলপ্রেমী এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। তাদের প্রিয় দল ইস্টবেঙ্গল - মোহনবাগানের ম্যাচ দেখত গিয়ে শহীদ হন এরা। এদের যথাযোগ্য সন্মান জ্ঞাপন করে ১৯৮১ সাল থেকে এই দিনটিকে ঘোষনা করা হয় ফুটবলপ্রেমী দিবস হিসাবে। সেই ধারা আজও অব্যাহত। আই এফ এ এবং অ্যাসোসিয়েশন অব ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিবছর এই দিনটিতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। হাজার হাজার মানুষ এই কয়েক বছর ওদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে রক্ত দান করেন। কলকাতা ছাড়াও এই দিনটিকে স্মরণে রেখে ৭টি জেলায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ছবিটি গতবছর ৩৩ তম ফুটবল দিবস উপলক্ষে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শহিদ স্মৃতিস্তম্ভের।

সাহায্য চাইলে গর্বিত হব

চুনী গোস্বামী

(রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের উপদেষ্ঠা মন্ডলীর ভাইস চেয়ারপারসন)

আমি একজন প্রাক্তন খেলোয়াড় হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলব যে প্র্যাকটিস এবং পারফরমেন্স দুটো শব্দ একে অন্যের সঙ্গে জড়িত। সুন্দর ভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহন করা, কোচের কথা শোনা এবং কোচ যা নির্দেশ দিচ্ছেন তা ফলো করা ।তাহলেই একজন প্রকৃত খেলোয়াড় হওয়া যাবে। আপনি যে খেলাতই যাবেন না কেন সেটা ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, জিমন্যাস্টিক্স, ফুটবল, ক্রিকেট কিংবা বাস্কেটবল কয়েকটা কমন ডিসিপ্লিন আপনাকে মানতেই হবে। এর মধ্যে তিনটি জিনিসের অগ্রাধিকার আপনাকে দিতেই হবে। একটা ফিজিক্যাল ফিটনেস। যে কোন খেলাতেই আপনি যান না কেন আপনার ফিজিক্যাল ফিটনেস যদি থাকে তাহলে আপনি খুব সহজেই সেই খেলাটাকে গ্রহন করতে পারবেন,অনুশীলন করতে পারবেন। উপস্থাপনা করতে পারবেন। এটা সব খেলার ক্ষেত্রেই যুক্ত। এর পরের দুটো হল টেকনিক এবং ট্যাকটিস। কোন শিক্ষার্থী যদি টেকনিক্যালি স্ট্রং না হয় তাহলে সে বড় খেলোয়াড় হতে পারবে না।ফুটবলে বল পাসিং, শ্যুটিং, রিসিভিং এসবে দক্ষ হতে হবে। বাস্কেটবল বলুন আর কবাডি বলুন সব খেলাতেই আপনাকে টেকনিক্যালি সাউন্ড হতে হবে। ছোট বেলা থেকেই একজন শিক্ষার্থীকে ফিটনেস এবং এই টেকনিকের ওপোর জোর দিতে হবে। তাহলে যতদিন যাবে সে প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়ে নিজকে আরো উন্নত করতে পারবে। এর সাথে সাথে আছে ট্যাকটিস। খেলোয়াড়কে মাথা পরিস্কার রেখে বুঝতে হবে নিজের দক্ষতা এবং যোগ্যতা কতটা। সেটা দিয়ে তাকে বিচার করতে হবে, বুঝতে হবে তার প্রতিপক্ষের ক্ষমতাটা কতটা। তার দুর্বলতাটা কোন জায়গায়। বিপক্ষকে বুঝতে পারাটা ট্যাকটিসের একটা বড় যোগ্যতা। এই তিনটে জিনিস ছাড়াও বড় হতে গেলে আরেকটা জিনিসের বড় দরকার । তা হল সাহস। লড়াকু মনোভাব। আমরা অনেক সময় দেখি দুজন সমগোত্রীয় খেলোয়াড়ের একজন অনেকদূর পৌঁছে গেছে। আর একজন পড়ে রয়েছে পেছনে। পিছিয়ে পড়া ছেলেটা বা মেয়েটা জানতো না কিভাবে এগিয়ে যেতে হবে প্রতিকূলতাকে জয় করে। আজকে এই যে সরকারের সুন্দর ব্যাবস্থাপনায় এই ক্রীড়া পরিবেশ গড়ে তোলার প্রচেস্টা হচ্ছে আমার বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে এ রাজ্যের খেলাধূলায় এর ভালো প্রভাব পড়বে। আরেকটা কথা এর সঙ্গে যুক্ত করতে চাই। আমাদের খাবারে এখন দেড় হাজার দু হাজার ক্যালরি পাবো না। যেটুকু পাবো সেটাই নিয়ম মাফিক , নিয়মিত খাবো। আমাদের সময় প্রখ্যাত খেলোয়াড়রা বলতেন ডাল ভাতের মধ্যেই পরিমান মত আমাদের প্রয়োজনীয় ক্যালরি আছে। সেটাই গ্রহন করো। আমি মনে করি এই কয়েকটা জিনিস মাথায় রেখে যদি আমরা চলতে পারি তাহলেই এই রাজ্য থেকে ভবিষ্যতের চ্যাম্পিয়নদের দেখা পাবো। সবশেষে বলি আমি যেটুকু খেলেছি সেই অভিজ্ঞতার কিছুটা হলেও যদি তোমাদের সাহায্য করতে পারি তাহলে নিজেকে গর্বিত বোধ করবো।

গুগলী

(ক্রীড়া নিয়ে কুইজ)

১) ৫০ রান করলেই সেঞ্চুরীর অধিকারী হন কোন ব্যাটসম্যান ?
২) কোন ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন লাইন্সম্যানের মত রেফারির হাতেও ফ্ল্যাগ থাকে ?
৩) খেলা বিষয়ক একটি বাংলা চলচ্চিত্রে বারবার ফাইট কথাটা এসেছে। কোন ছবি ?
৪) ভলিবল সার্ভিসের সময় নেটে বল লাগলে কি হবে ?
৫) হার্ডলসে কতগুলি হার্ডল পড়ে গেলে অ্যাথলেট বাতিল বলে গণ্য হবেন ?

(প্রশ্নের উত্তর পাঠান। সঠিক উত্তর দাতাদের নাম বাংলার খেলার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ পাবে। নিজের নাম, ঠিকানা ও ফোন নাম্বার লিখতে ভুলবেন না।)

বাংলার গর্ব ফুটবল অ্যাকাডেমি

বাংলা ফুটবল অ্যাকাডেমির জন্য ক্ষুদে ফুটবলার বাছাইয়ের পর্ব চলছে বর্ধমানের স্পন্দন স্টেডিয়ামে। দুই প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য ও বিদেষ বসু গিয়েছিলেন প্রতিভা খোঁজার জন্য। বর্ধমান জেলার ইউথ অফিসার প্রদীপ মজুমদার খেলোয়াড়দের প্রাথমিক সংগ্রহের কাজে ছিলেন। তাঁকে সর্বতভাবে সাহায্য করেছেন বর্ধমান জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব পীরদাস মন্ডল । বাছাই পর্বে জেলার তরফে মাঠে উপস্থিত ছিলেন বিবেকানন্দ সেন ও পুলক নন্দী। ফুটবলাড়দের বাছাই করতে মানস ভট্টাচার্য ও বিদেষ বসুকে সাহায্য করেছেন ক্রীড়া পর্ষদের তিন ফুটবল প্রশিক্ষক সুব্রত কোনার, মৃনাল কান্তি চৌধুরী এবং লখফার রহমান। ভাতার , খন্ডকোষ, গুসকরা, রায়না, জৌগ্রাম থেকে বহু ফুটবলার আসে এই সিলেকসন ক্যাম্পে।

গৌতম ভট্টাচার্য :মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের স্বপ্ন ,ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্রের উদ্যোগ বাংলাকে দিয়েছে বহু কাঙ্খিত এক আবাসিক ফুটবল অ্যাকাডেমি। রাজ্য সরকার খেলোয়াড় তৈরি করে না প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়ে যাওয়া এই ধাড়গার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে এই ফুটবল অ্যাকাডেমি এখন বাংলার ক্রীড়াঙ্গনের এক মহাযজ্ঞ, ফুটবলে আগামী প্রজন্মের দিশা। দেশীয় ফুটবলের মানচিত্র থেকে বাংলার ফুটবলার-দের হারিয়ে যাবার স্রোত প্রতিরোধ করার এক বৃহৎ প্রচেস্টা। আগামী দিনের শৈলেন মান্না, পিকে , চুনী , বলরাম হয়তো এই অ্যাকাডেমিতেই আত্মগোপন করে আছে। গৌতম সরকারের ওপোর দায়িত্ব এদের খুঁজে, যথাযত সাহায্য করে তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটানোর। অতীতের এই দিকপাল ফুটবলার বাংলা ফুটবল অ্যাকাডেমির মুখ্য প্রশিক্ষক। তাঁর দায়িত্বেই সারা বাংলার সমস্ত জেলা থেকে হাজারো কিশোর ফুটবলারের মধ্যে থেকে বাছাই করে আনা হয়েছে ৪০জন প্রতিভাবানকে। এই বাছাই-য়ের কাজটা সহজ ছিলো না। বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার চাপ, আর্থিক অসচ্ছলতা ফুটবলারদের কাছে সিলেকসান ক্যাম্পে আসার প্রতিবন্ধকতার সৃস্টি করে। সমস্যা কাটিয়ে এদের বাছাই করে তুলে আনতেই সময় লাগে প্রায় চার মাস। মানস ভট্টাচার্য, বিদেষ বসু, কম্পটন দত্ত, সমরেশ চৌধুরী, শ্যাম থাপার মত অতীতের বেশকিছু প্রতিথযশা ফুটবলারদের দিয়ে ১৩-১৪ বছরের খেলোয়াড়দের তুলে আনা হয়েছে। ৮ ই জানুয়ারি খরদহ বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে এই ফুটবলাড়দের নিয়েই শুরু হয়েছে অ্যাকাডেমির পথ চলা। অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র, ক্রীড়া ও পরিবহনমন্ত্রী মদন মিত্র, খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ছাড়াও পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ, খরদা পৌরসভার চেয়ারম্যান তাপস পাল , রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের কার্যকরী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান গৌরাঙ্গ ব্যানার্জী ও আধিকারিক সহ বহু বিশিষ্ঠ ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই অ্যাকাডেমির উদ্বোধন হয়। শুরু হয় এ রাজ্যে প্রথম সরকারী উদ্যোগে আবাসিক ফুটবল অ্যাকাডেমির। ৪০ জন ফুটবলারকে রাখা হয়েছে খরদহ স্টেডিয়াম সংলগ্ন ঘ-রে। লেখাপড়ার জন্য ভর্তি করা হয়েছে স্থানীয় কল্যান নগর হাইস্কুল, বন্দীপুর হাইস্কুল, সোদপুর চন্দ্রপুর বিদ্যাপীঠ স্কুলে। এদের সব খরচ বহন করছে রাজ্য সরকার। গৌতম সরকার জানিয়েছেন সোম, বুধ, শুক্র শনিবার দুবেলা করে এই আবাসিক ফুটবলারদের ট্রেনিং দিয়ে তুলে আনা হবে। গৌতম সরকার ছাড়াও প্রশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত আছেন অলোক দাস ও গোলকিপার কোচ প্রশান্ত ডোরা। একজন ফিজিওকেও রাখা হয়েছে। গৌতম সরকারকে প্রশিক্ষণে সাহায্য করছেন রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের প্রশান্ত সিংহ, প্রবীর ভট্টাচার্য, বিপ্লব মুজমদার, সমীর চক্রবর্তী, সুব্রত কোনার এবং জ্যোতিপ্রকাশ পাল।

August 2014

বাংলার খেলা

২০১৭ যুব বিশ্বকাপ ফুটবল ভারতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফুটবলের মক্কা শহর কলকাতা কি পাবে যুব বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনাল করার সুযোগ ? ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র এবং আই এফ এ সচিব উৎপল গাঙ্গুলীর দিকে এখন ক্রীড়াপ্রেমী বাংলার লাখো মানুষ ভরসার দৃষ্টি নিয়ে সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে। একই ভাবে তাকিয়ে আছে ভারতীয় ফুটবল দলের দিকে। নিজের ঘরের মাঠে যুব বিশ্বকাপ খেলার যে সুযোগ পাচ্ছে তা থেকে ভারতীয় ছেলেরা কি আশার আলো দেখাতে পারে আমাদের? বিশ্বকাপ খেলার আস্বাদন আমরা কখন পাইনি। একবার খেলার সুযোগ পেয়েও খেলতে যেতে পারেনি ভারত। কারণটা নানা মতের। তবে এবার যুব বিশ্বকাপ হলেও ফিফার কাছ থেকে অনুমতিটা সহজে আসেনি। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তৎপরতায় বেশ কয়েকটি দেশের আবেদনকে হারিয়ে সংগঠকের চ্যালেঞ্জে জয়ী ভারত। সেই সঙ্গে আয়োজক দেশ হিসাবে যুব বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেছে ভারত। ভারতের আটটি শহরে এই প্রতিযোগিতা হবার কথা। যে শহর আয়োজনের দায়িত্ব পাবে তাদের কয়েকটি নিয়মের দিকে নজর রাখতেই হবে। দিতে হবে মেয়রের অনুমতি এবং তার সঙ্গে দর্শক ও খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার গ্যারান্টি। দিতে হবে শহরের স্বরাষ্ট্র সচিবের অনুমোদন। যে স্টেডিয়ামে খেলা হবে সেই স্টেডিয়ামের দায়িত্ব যার ওপোর তারও অনুমতি দিতে হবে। দর্শকদের জন্য জল, আলো, আসনের পর্যাপ্ত স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করতে হবে। রাখতে হবে আসনের নাম্বারিং এর ব্যাবস্থা। ড্রেসিংরুম আধুনিক মানের হতে হবে। রাখতে হবে সাংবাদিকদের খবর পাঠাবার জন্য সবরকম ব্যাবস্থা। খেলার মাঠতো বটেই অনুশীলনের জন্য মাঠগুলোও আন্তর্জাতিক মানের হতে হবে। যুব বিশ্বকাপ নিয়ে এরই মধ্যে তৎপর হয়ে উঠেছে সবাই। বাংলার ক্রীড়ামহলতো বটেই। এই বিশ্বকাপ আমাদের কাছে আলোর দিশা দেখাতে আসছে। এই টুর্নামেন্ট আমাদের যুব সমাজের কাছে ফুটবলের প্রতি আকৃষ্ট হবার এক দারুণ সুযোগ নিয়ে আসছে। আমাদের ফুটবলাররা সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত হবার সুযোগ পাবে। মাঠগুলো, স্টেডিয়ামগুলো আন্তর্জাতিক মানের হয়ে উঠবে। ফুটবলাড়রা ব্যক্তিগত ভাবে উজ্জীবিত হতে পারবে। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, জার্মানি, স্পেনের মত দেশের বিরুদ্ধে সরাসরি খেলার সুযোগ পাবে ভারত। বিশ্বকাপ খেলার বিরাট প্রাপ্তি ভারতের কাছে। বিশ্বকাপের মত প্রতিযোগিতা সংগঠিত করে কর্মকর্তারাও নিজেদের পেশাদার করে গড়ে তোলার সুযোগ পাবেন। এই টুর্নামেন্টে সাফল্য পেলে ভারতকে পরবর্তী ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ করার জন্য বেগ পেতে হবে না। যুব বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতি দু -বছর অন্তর সংগঠিত হয়। চিন দেশে প্রথম অনূর্দ্ধ যুব বিশ্বকাপ ফুটবল হয়েছে ১৯৮৫ সালে। প্রথম চ্যাম্পিয়নের নাম নাইজরিয়া। তিনবার ব্রাজিল । ঘানা ও মেক্সিকো দুবার

শেষ যুব বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান নাইজেরিয়া দল

করে। একবার করে চ্যাম্পিয়নের আস্বাদন পায় সোভিয়েত ইউনিয়ন, সৌদি আরব, ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ড। ২০১৩ তেও চ্যাম্পিয়ন নাইজেরিয়া। ১২ বারের মধ্যে চার বার চ্যাম্পিয়ন নাইজেরিয়া। ২০১৫ তে এই প্রতিযোগিতা হবে চিলিতে। শুরু থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার সুযোগ পেতো মাত্র ১৬ টি দেশ। ২০০৭ সাল থেকে সংখ্যাটা বেড়ে হয় ২৪। আমাদের এখানে ২০১৭ তে ২৪ টি দেশকে ৬ টি গ্রুপে ভাগ করে খেলানো হবে। প্রতি গ্রুপে থাকবে ৪টি করে দল। এশিয়া, ওসেনিয়া, আফ্রিকা, উত্তর-মধ্য ক্যারিবিয়ান ,দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপ । বিশ্বের ৬টি ফুটবল খেলিয়ে অঞ্চল থেকে মোট ২৩ টি দেশ মূল পর্বে উঠে আসবে। ২৩ টা দেশের সঙ্গে মূল পর্বে আয়োজক দেশ হিসাবে আমরা অর্থাৎ ভারত খেলব। সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা ইতিমধ্যেই ২০১৭ সালের কথা মাথায় রেখে অনূর্দ্ধ ১৪ আই লিগ চালু করার কথা ভাবছে। উদ্দেশ্য এই লিগ থেকেই ফুটবলার বাছাই করে বিশ্বকাপের দল গঠন করা। এই যুব বিশ্বকাপ ফুটবল বিশ্বকে দিয়েছে তাবড় তাবড় ফুটবলার। এখান থেকেই উঠে এসেছেন উইলিয়াম, অ্যাদ্রিয়ানো, ডেভিড, লাইডেন ডানাভান, পাঙ্গল, ফ্যাবগাস, অ্যান্ডারসন, কার্লোস ভেলা, টনি ক্রস, জুলিও গোমসের মত ফুটবলার। এখন দেখার ভবিষ্যতে আমাদের এই দল থেকে কোন ফুটবলার উঠে আসে কিনা।

August 2014

বাংলার খেলা

স্কুলে সুকণ্যা কোর্স বাধ্যতামূলক করতে চান ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্কের মত ক্যারাটে, জুডো, বক্সিংও জীবনের একটা আবশ্যিক বিষয়। এটাকে শুধু আত্মরক্ষার কবজ বলে অভিহিত করলে ভুল হবে। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে স্কুল ছাত্রীদের নিয়ে সুকণ্যা প্রকল্পের প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করতে গিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র এ কথা জানিয়ে বলেন আমাদের গর্ব আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। এখানে উপস্থিত শশী পাঁজা মন্ত্রী, খেলোয়াড় রমা সরকার, শান্তি মল্লিক অর্জুন। জুন মালিয়া প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী, মধুমন্তী অ্যাস্কার। সবাই মহিলা। এদের দেখে অন্যদেরও এগিয়ে আসতে হবে। প্রথমেই বলি এই প্রোগ্রামটার নাম সেলফ ডিফেন্স নয়। এর নাম সুকণ্যা। যখন কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোয় আমার কণ্যা বি এ পাঠরতা, দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী বাড়ির কাজ জানে, ভদ্র। সঙ্গে যেন লেখা থাকে কারাটেও জানে। এটা মেয়েদের কাছে একটা অ্যাডিসনাল অ্যাকটিভিটিস। এটা সুরক্ষার জন্য নয়। মেয়ে যখন রান্না শিখে ফেলে তখন সবাই বলে মাথায় টুপি পরে সেফ হয়ে আসবেনতো। দেখাবেনতো কত কম তেলে বেগুনী ভাজতে পারেন। যখন চুল বাঁধা শিখে যায় তখন বলে একদিন আমার কাছে আসবেনতো। আর যখন কারাটে শিখতে যায় তখন সবাই বলে ওই দেখুন পুলিস কমিসনারের সামনে কারাটে শিখছে। মেয়েরা কত অসহায়। সেইজন্যই তারা কারাটে শিখতে যাচ্ছে। মেয়েরা যখন বাস্কেটবল খেলে, হকি খেলে, রেড রোডে দৌড়য় । কেন খেলে ? বড় টুর্নামেন্টে অংশ নেবে, চ্যাম্পিয়ন কাপ, ট্রফি, টুর্নামেন্ট মানি পাবে বলে। পুলিস যদি একটা ভলিবল টিম করে তাহলে আমি একটা চাকরি পাবো। কারণ আমার বাবা আমাকে আর টানতে পারছে না। কৈ তখনতো কেউ প্রশ্ন তোলেন না আত্মরক্ষার জন্য মেয়েরা কেন খেলছে ? একটা ছোট্ট কথা তোমাদের বলি। সাহসী হও। তাহলেই দেখবে নিজেকে অনেক শক্তিশালী মনে হচ্ছে। কারাটে, কিক বক্সিং মনোবল বাড়িয়ে দেয়। মেয়েকে সুন্দরী, নম্র হতে হবে। ভালো ব্যাবহার শিখতে হবে, রান্না করতে জানতে হবে। বাড়িতে মাকে পরে শ্বাশুরীকে হেল্প করতে হবে। তার সঙ্গে মেয়েকে কারাটে ও কিরবক্সিংও শিখতে হবে। সুকণ্যা এই নামটা একজন এমনই সাহসী মহিলার দেওয়া। তিনি কে জানো ? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের দেওয়া নাম। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলে প্রত্যেক স্কুলে অন্তত একটা পিরিয়ড কারাটে, জুডো কিংবা কিকবক্সিং আবশ্যিক করার উদ্যোগ নিচ্ছি। আর এই কোর্সটার নাম হবে সুকণ্যা। স্পোর্টস কাউন্সিলের মাধ্যমে কয়েক হাজার মহিলা এমনকি গৃহবধূরা পর্যন্ত ট্রেনিং নিয়েছে। অতয়েব ভ্রমণ, ঐগোল, সাঁতার, পর্বতারোহণ যেমন শিক্ষা, কারাটেও একটা এক্সট্রা কারিকুলাম আক্টিভিটিস। এটা শুধু মাত্র আত্মরক্ষা নয়। সেলফ ডিফেন্স শক্তি থেকে আসেনা। এটা আসে মন থেকে। মন যদি তোমার দুর্বল থাকে তুমি যতই কিংকংএর মত চেহারা নিয়ে আসো একটা বাচ্চা ছেলে তোমায় ফেলে দেবে।তাই বলছি মুখ্যমন্ত্রীর মত সাহসী হও। ভালো করে লেখাপড়া শেখ, ভালো করে খেলাধূলা করো, এগিয়ে চলো নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে, কণ্যাশ্রী হতে। যে মেয়েরা এখানে ট্রেনিং নিচ্ছ তারা মনে রাখবে যে সরকার তোমাদের আলাদা করে নজর রাখছে। তোমাদের নাম কম্পিউটারাইজড হয়ে যাচ্ছে। কোন অসুবিধেয় পড়লে তোমরা সরাসরি পুলিস বা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। একটা কথা বলতে চাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যিনি এরদিকে নো রিফিউজালের মত ভাবনার জন্ম দিতে পারেন তিনি আবার আঠারো বছর কম বয়সের মেয়েদের বিয়ে আটকে তাদের জীবন প্রতিষ্ঠিত হবার সুযাগ করে দিতে পারেন। জানেন কত বাচ্চা বাচ্চা মেয়ের বিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। তারা বলছে আমরা আরেকটু পড়ব। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে সরকারের দেওয়া ২৫ হাজার টাকা দিয়ে একটা বিজনেস করে তবে বিয়ে করবো। ১৭ পেরোতে না পেরোতে বাবা মায়েরা বলে মেয়েকে বিদেয় করো। কেন মেয়েরা কি ফেলনা? মেয়েরা কি বোঝা? মেয়েরা কি জঞ্জাল? সোমা, শান্তি, শশী, রমারা কি সমাজের জঞ্জাল? তাই আমাদের কাছে মেয়েরা হল কণ্যা। কণ্যাশ্রী থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে সুকণ্যা।

August 2014

বাংলার খেলা

আন্তরিকতায় ওভারকাম করা যায় প্রতিবন্ধকতা

অজিত বন্দোপাধ্যায়
(সভাপতি, বেঙ্গল ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন)

আমি সাধুবাদ জানাতে চাই এই সুন্দর প্রচেস্টার। আমাদের সকলকে এরসঙ্গে সুন্দরভাবে এই প্রচেস্টাকে সফল করতেই হবে। আজ এখানে যে চারটে খেলার উদ্বোধন হল সেই বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, টেবল টেনিস, জিমন্যাস্টিকস ছাড়াও আরো অনেক খেলার বহু প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত আছেন। ইন্ডোর গেমসের যে সুযোগ সুবিধাগুলো দরকার আশাকরি তারাও একদিন এই সুযোগ সুবিধাগুলো পাবেন। বিভিন্ন খেলার প্রতিনিধিরা যে যার নিজের নিজের মত করে তাদের বক্তব্য পেশ করছেন বা করবেন। আমি শুধু একটা কথাই এখানকার সংগঠককে এবং অবিভাবকদের বলব আপনারা বেশি বেশি করে এই ধরণের ক্রীড়া প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হন। আমরা কোয়ানটিটি চাইছি। কোয়ানটিটি বাড়লেই কোয়ালিটি বাড়বে। প্রতিভা বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকবে। তাই আমাদের সকলকে চেস্টা করে পারটিসিপেন্স বাড়াতে হবে। আমাদের সামনে ন্যাশানাল গেমস আগামী জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি মাসে। গতবার ন্যাশানাল গেমসে আমরা ১৯ তম স্থানে ছিলাম। এখন থেকে আমরা যদি প্রচেস্টা চালাই তাহলে সেই জায়গা থেকে অবশ্যই আমরা নিজদের উন্নত করতে পারবো। আমি জানি প্রত্যেক ডিসিপ্লিনে হয়তো পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব আছে । সেই অভাবটা কিন্তু আন্তরিকতা দিয়ে পূরণ করা যায়। আন্তরিকতা থাকলে যে কোন প্রতিবন্ধকতা ওভারকাম করা যায়। আমাদের আন্তরিকতা, চেস্টার সঙ্গে রাজ্য সরকারের সাহায্যে আমরা অবশ্যই আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষে পৌঁছতে পারবো।

বাংলার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়বে এই ধরণের শিবির

(রাজ্য সরকারের উদ্যোগে, ক্রীড়া পর্ষদের ব্যবস্থাপনায় রাজ্যের উনিশটি জেলায় হয়ে গেল ক্রীড়া প্রশিক্ষণ শিবির। বাংলার উজ্জ্বল ক্রীড়াঙ্গনের স্বপ্ন নিয়ে এই শিবির নিয়ে কতটা আশাবাদী হওয়া যায় সে কথাই জানাচ্ছেন রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সহ-সচিব সুরজিত দত্ত শর্মা।)

তৃণমূল স্তর থেকে খেলাকে তুলে আনতে না পারলে ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখা যায় না। সবার আগে এই ভাবনাটা মাথায় রেখেই এই শিবির চালু করা হয়েছিলো। প্রতিটা জেলার বাছাই প্রতিভাবান ছেলেমেয়েদের বেছে এনে এই শিবির শুরু হয়েছে গত ১০ ই জানুয়ারি থেকে। চলেছে টানা দু মাস। ১৯ টি জেলা অর্থাৎ রাজ্যের সব অঞ্চলেই এই শিবির চলেছে। ১৫ বছর বয়সী (১- ১- ১৯৯৯ অনুযায়ী) অথবা তার কম বয়সী ছেলে মেয়েরা এখানে সুযোগ পেয়েছে। প্রতি জেলায় বেছে নেওয়া হয়েছিল দুটি করে ক্লাবকে। তারাই তাদের প্রতিভা অন্বেষণের কাজটা করেছেন। স্থানীয় প্রশিক্ষক দিয়ে প্রশিক্ষণের দায়িত্বটা সামলেছেন ক্লাব কর্মকর্তারা। রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ পর্যবেক্ষক পাঠিয়ে পর্যবেক্ষণের কাজটা করেছে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছিলো জেলার ক্লাবগুলো ছাড়াও জেলা ক্রীড়া সংস্থা (ডি এস এ) এবং বেঙ্গল ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (বি ও এ)। রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের পক্ষ থেকে প্রতি শিবিরের জন্য বরাদ্দ হয়েছে পঁচাত্তর হাজার টাকা। দেওয়া হয়েছে খেলোয়াড়দের টিফিন ও প্রশিক্ষকের বেতন। যে সমস্ত জেলায় উপযুক্ত ক্লাব পাওয়া যায়নি সে সব ক্ষেত্রে ডি এস এর মাধ্যমে সরাসরি শিবির চালানো হয়েছে। কিছু স্কুলকেও তাদের পরিকাঠামো যাচাই করে শিবির করার জন্য রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ সাহায্য করেছে। জেলায় শিবির চালানো হয়েছে ফুটবল ও অ্যাথলেটিক্সের। সল্টলেকের সাই কেন্দ্রে চলেছে ভলিবল ও খো খো। ভলিবল যেমন ৩০ জন ছেলে ও মেয়ে প্রশিক্ষণ নেবার সুযোগ পেয়েছে, ফুটবলে তেমন শুধু ছেলেরা পেয়েছে এই সুযোগ। অ্যাথলেটিক্সে নেওয়া হয়েছে ১৫ জন ছেলে ও ১৫ জন মেয়ে। খো -খো তে ২০ জন খেলোয়াড়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খেলোয়াড়রা বাংলার হয়ে পাইকার প্রতিযোগিতাতে অংশ নিতে পারবে। চারটি বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির চালু থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে আরো কয়েকটি খেলা নিয়ে শিবির শুরু করার কথা ভাবা হচ্ছে।

জঙ্গলমহলে মেতে উঠেছে ফুটবল।

August 2014

বাংলার খেলা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের উদ্যোগে বাংলায় বড় সাফল্য

জাতীয় মহিলা ক্রীড়ায় জিমন্যাস্টিক্সে সোনা, সাঁতারে ব্রোঞ্জ

শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী , কলকাতা - আবারও বাংলা চ্যাম্পিয়ন। গত চার বছর আগে আমরা যখন শেষ খেলত নামি তখনও আমরাই সেরা ছিলাম। স্বভাবতই এবার নামার আগে সেই সাফল্যটা অক্ষুন্ন রাখার একটা মানসিক চাপতো ছিলই। মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্রের উৎসাহ ও রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম সচিব জোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ উদ্যোগে আমরা এই প্রতিযোগিতায় আবার অংশ নিতে পেরেছি। দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমরা তাদের সন্মানের সঙ্গে সঙ্গে আপামর বাংলার যে গৌরব ফিরিয়ে আনতে পেরেছি তার জন্য আমরা গর্বিত । ভোপালে অনুষ্ঠিত ৩৯ তম জাতীয় এই মহিলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জিমন্যাস্টিক্স ছাড়াও বাংলার মেয়েরা বাস্কেটবল ও সাঁতারে অংশ নিয়েছিলো।সাঁতারে আমরা পেয়েছি ব্রোঞ্জ। এই বিভাগেও আমরা সেরা হতে পারতাম কিন্তু প্রচন্ড প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যে (তাপমাত্রা ছিলা প্রায় ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস) আমাদের সাঁতারুরা তাদের সেরা পারফরম্যান্স দিতে পারেনি। জিমন্যাস্টিক্সে বাংলা ছাড়াও অংশ নিয়েছিলো ত্রিপুরা (দলগত ভাবে দ্বিতীয় স্থান), উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, দিল্লী , অন্ধ্র প্রদেশ , পাঞ্জাব , চন্ডীগড় , হরিয়ানা, কেরল, কর্নাটক, ওড়িশা এবং তামিলনাড়ু। বাংলার সাফল্য আসে মূলত স্বস্তিকা গাঙ্গুলী ও মন্দিরা চৌধুরীর হাত ধরে। স্বস্তিকা টেবল ভল্ট ও আনইভেন বারে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। ব্যাক্তিগত সর্বমোট পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানটিও দখল করে নিয়েছে স্বস্তিকা। ত্রিপুরা তাদের আর্ন্তজাতিক প্রতিযোগী দীপা কর্মকারকে নামিয়ে তুলে নিয়ে গেছে চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা। বাংলার আরেক প্রতিযোগী মন্দিরা পেয়েছে আনইভেন বার ও ফ্লোর এক্সারসাইজে দ্বিতীয় স্থান। টেবিল ভল্টে তার স্থান তৃতীয়তে। বারোজন মেয়েকে নিয়ে কোন্নগর কিশোর ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানে পাঁচ দিনের সিলেকসন ক্যাম্প থেকে অনূর্ধ সাতজন মেয়েকে বেছে নেওয়া হয়। চূড়ান্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় ভোপাল। দলগত বিভাগে অংশ নিয়েছে সুস্মিতা হালদার, অঙ্কিতা বৈদ্য, মৌসী ঘোষ, দেবারতী দাস এবং যশমিনা খাতুন। জাতীয় স্তরে বাংলার মহিলা জিমন্যাস্টরা ভালো জায়গায় অবস্থান করে। এই ধারা বজায় রাখতে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সারা বছর প্রশিক্ষণের মধ্যে ছেলে মেয়েদের রাখতে হবে। ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আবার চালু হওয়া প্রশিক্ষণ শিবিরে এখন থেকেই প্র্যাকটিস শুরু করে দেওয়া দরকার। তাহলে রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের অধীনে নিজস্ব একটা শক্তিশালী দল থাকবে। একই সঙ্গে বর্ষার দুশ্চিন্তা থেকে খেলোয়াড়রা রক্ষা পাবে। (লেখিকা রাজ্যক্রীড়া পর্ষদের এবং উক্ত চ্যাম্পিয়ন বাংলা জিমন্যাস্টিক্স দলের প্রশিক্ষক।)

ঠান্ডায় জল থেকে সোনা তুলতে পারিনি

শুক্লা ভান্ডারী- ডিসম্বর মাসের ভোপাল। তাপমাত্রা প্রায় পাঁচ ডিগ্রী। প্রচন্ড ঠান্ডায় অনুশীলন করার যে সুবিধাটা চ্যাম্পিয়ন কর্নাটক এবং রানার্স তামিলনাড়ু পেলো সেটাই আমাদের কাছে প্রতিবন্ধকতা সৃস্টি করলো। শীতকালে আমাদের সাঁতারুরাতো জলেই নামতে পারে না। সেই স্বাভাবিক তাপমাত্রার সুইমিংপুল কোথায় আমাদের ? যেখান সাউথের ঘরে ঘরে সুইমিংপুল। ঠান্ডার মোকাবিলা করতে না পারার মাশুল দিয়ে বাংলাকে ব্রোঞ্জ নিয়েই সন্তুস্ট থাকতে হল। অথচ এই বাংলার মেয়েরা বহুবার (অন্তত দশবছর) সাঁতারে চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসেছে জাতীয় মহিলা ক্রীড়ায়। আমিও যার অংশীদার থেকেছি অনেকবার। সর্বমোট ফলাফলে এবার আমরা তৃতীয় স্থানে। প্রথম স্থানই পেতাম প্রতিযোগিতাটা অন্যত্র হলে। অন্যান্য দেশের মত আমাদেরতো সামর্থ নেই যে আবহাওয়ার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার। শ্রেয়াস্তি পান ২০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোকে সোনা ছাড়াও পেয়েছে ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকেও ৪ - ১০০ রিলেতে ব্রোঞ্জ। রিলেতে নেমেছিলো সায়নী ঘোষও। তার সাফল্য এসেছে ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে রুপো ,২০০ মিটার ব্যাক্তিগত মিডলে ও১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক থেকে ব্রোঞ্জ। বাংলা থেকে রিলেতে অংশ নিয়েছে রিমা তালুকদার ও চন্দ্রিমা নন্দীও ।সাঁতারের ৩৪ টা ইভেন্টের মাত্র ১১ টি ইভেন্ট রেখেছিলেন উদ্দোক্তারা। বেঙ্গল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন সর্বভারতীয় ছয় নম্বর পর্যন্ত যোগ্যতা অনুযায়ী খেলোয়ারদের বাছাই করে ১২ জনকে ক্যাম্পে পাঠায়। সাইতে ৫ দিনের শিবির করে আমরা ভোপাল রওনা দিয়েছিলাম। শিবির অন্তত ১৫ দিনের হলে আরো সুফল পাওয়া যেত বলে আমার ধারণা। কারণ দক্ষিণের দলগুলো সারা বছর অনুশীলন করার সুযোগ পায়।সেদিক থেকে তুলোনা করলে আমাদের পারফরম্যান্স উৎসাহ ব্যাঞ্জক না হলেও হতাশাজনক মোটেও নয়।

(লেখিকা রাজ্যক্রীড়া পর্ষদের এবং উক্ত ব্রোঞ্জজয়ী বাংলা দলের প্রশিক্ষক।)

বাংলার খেলা

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র।

ইন্ডোর স্টেডিয়াম হোক ক্রীড়াক্ষেত্র

রাজেশ পান্ডে
(সচিব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া দপ্তর)

খুবই আনন্দের কথা যে এরকম একটা প্রকল্পের আজ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘটল। মাননীয় ক্রীড়া ও পরিবহন মন্ত্রী মদন মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে কিছুদিন আগে স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার একটা অনুষ্ঠানে ওদের ইন্ডোর কমপ্লেক্সে গিয়েছিলাম। একটা ব্যাডমিন্টনের প্রোগ্রাম ছিলো। তখনই মন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয় যে আমাদের ক্ষুদিরাম এবং নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে নিয়মিত খেলার প্রোগ্রাম আমাদের চালু করতে হবে। আনন্দের কথা আমরা সেটা শুরু করতে পারছি। আনন্দের কথা এটাও যে এতদিন বাদে আবার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামটা আমরা ইন্ডোর স্টেডিয়াম হিসাবে চিহ্নিত করতে পারবো। এবং সেটা , সমস্তটাই আমাদের মাননীয় ক্রীড়া মন্ত্রীর চেস্টাতেই হচ্ছে। আরেকটা কথা আপনাদের জানাতে চাই যে, আপনারা জানেন নেতাজী ইন্ডোর এবং ক্ষুদিরাম দুটোই শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।এমন জায়গায় স্বাভাবিক ভাবেই নানা সংস্থা নানা অনুষ্ঠান করতে চায়। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের ফেরাতে পারিনা। কলকাতার মধ্যে এমন ভালো জায়গা নেই যে সেখান তাদের যেতে বলবো। মাননীয় ক্রীড়া মন্ত্রী বলেছেন ক্ষুদিরাম বা নেতাজীতে যাতে নিয়মিত এই খেলার চর্চাটা চালিয়ে যাওয়া যায় সেটা করতে। আমরা চেস্টা করছি সোম থেকে বৃহস্পতি যাতে এটার ব্রেক না হয়। আমরা আশা করছি এই প্রোগ্রামটা টানা চলবে। আমরা কথা দিচ্ছি আবার নেতাজী এবং ক্ষুদিরামকে স্পোর্টস এড়িনাতে পরিণত করবো। খেলার আনন্দের পরিবেশ গড়ে তুলবো।

[বাংলার খেলা পত্রিকায় জেলার খেলার খবরের প্রাধাণ্য থাকবে। সংস্থা বা ক্লাবের প্যাডের পাতায় সচিবের স্বাক্ষর করা জেলার খবর পাঠালে তা প্রকাশ করা যেতে পারে।]

আনন্দের সঙ্গে খেলুন

জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায়
(যুগ্ম সচিব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া দপ্তর)

আমাদের ক্রীড়া দপ্তরের সচিব রাজেশ পান্ডে মহাশয় এখানে আসার পর থেকেই এরকম একটা চিন্তা ভাবনা আমাদের মধ্যে ছিলো যে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র এবং নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম এই দুটি জায়গাই আদতে ক্রীড়াক্ষেত্র। কিন্তু অন্যান্য কাজে, সরকারী কাজে এই দুটি জায়গা বেশি ব্যবহৃত হত। যে কারণে আমরা চেয়েছিলাম এখানে তিন চারটি ইন্ডোর গেমের ব্যবস্থা যাতে করা যায়। প্রশিক্ষণের চেয়েও আমরা চেয়েছিলাম পে অ্যান্ড প্লে গোছের যাতে কিছু করা যায়। এই দুটো জায়গাই হচ্ছে ক্রীড়া ক্ষেত্র। মানুষ যাতে এখানে এসে কিছুটা সময় খেলে যেতে পারেন এখানে তার ব্যবস্থা আমরা করতে চেয়েছি। আজ আমরা আংশিক ভাবে সে কাজে সফল। কিন্তু এরই মধ্যে উৎসাহ দেখিয়ে এত নাম আমাদের কাছে জমা পড়ছে তাতে আমরা নিশ্চিত এই কাজে আমরা সফল হবো। আজ আমরা চারটে ডিসিপ্লিন এখান শুরু করছি। বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস এবং জিমন্যাস্টিক্স। আমরা এখনই প্রশিক্ষনের ওপোর জোর দিচ্ছি না। ছেলেদের জন্য মাসিক একশত টাকা এবং মেয়েদের জন্য আশি টাকার বিনিময় সোম থেকে বৃহস্পতি সপ্তাহে চারদিন বিকাল চারটা থেকে সাতটা, প্রয়োজনে দুপুর দুটো থেকে রাত্রি সাতটা -আটটা পর্যন্ত আপনারা আসবেন, আনন্দের সঙ্গে খেলবেন, অনুশীলন করবেন। আমাদের কাউন্সিলের কোচরা থাকবেন। থাকবেন বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের অ্যাসোসিয়েসন থেকে আসা প্রশিক্ষকরাও। তারা আপনাদের প্রয়োজনে তালিম দেবেন। সঙ্গে থাকবেন। অ্যাসোসিয়শন গুলোর কাছে আমাদের আবেদন আপনারা যখন রাজ্য কিংবা জাতীয় পর্যায়ের দল তৈরি করার প্রস্তুতি নেন সেগুলো এখানেই করুন। আমরা আপনাদর সবরকম সাহায্য করবো।

সম্পাদক : গৌতম ভট্টাচার্য * পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত এবং বি বি অফসেট হইতে মুদ্রিত।